

একজন হুমায়ূন আজাদ এবং

হাসান

২৪-০৮-২০০৫



হুমায়ূন আজাদ স্যার কে আমি কখনোই সামনা-সামনি দেখিনি। আমি জানতামও না এই নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আছেন। আমার মতো হয়তো অনেকেই আছেন যারা তার সম্পর্কে কৌতুহল বোধ করেছেন যখন কিনা তিনি মারাত্মক আহত হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন।

আমি পরে জেনেছি স্যার এর লিখা কিছু বই আছে যেখানে তিনি বিতর্কিত কিছু মন্তব্য করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই আমার কৌতুহল আরো বেড়েছে। আমি বইগুলো সংগ্রহ করে পড়ব হলে ঠিক করেছিলাম,কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। বলা যেতে পারে হুমায়ূন আজাদ স্যার সম্পর্কে,তার সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আমি তেমন কিছুই জানি না।যতটুকু-ই বা জানি তা সব-ই মিডিয়া,পত্রিকার বিভিন্ন কলাম এর কল্যাণে।

হুমায়ূন আজাদ স্যার কে না জেনেও,তার সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বে ও আমি একটি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, হুমায়ূন আজাদ নামের এই লোকটি মুক্ত চিন্তা-চেতনার অধিকারী। তিনি যা বিশ্বাস করেন তা বলতে দ্বিধা করেন না।হতে পারে তা বিতর্কিত বা অন্য কারো মর্মপিড়ার কারণ।কিন্তু তার নিজস্ব দর্শন ও মেধার মাঝে যে একটি ইতিবাচক দিক আছে তা অবশ্যই অতুলনীয়।

একজন মানুষ যখন তার নিজস্ব দর্শন ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা শুরু করে সেটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন তখন সেটা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তার সেই দর্শন সবার কাছে ভালো লাগবে সেটা ও নয়। কিন্তু তার বিরোধীতা যারা করবেন, সেটা ও করতে হবে তাদের নিজস্ব যুক্তি ও কার্যকারণ এর ভিত্তিতে। হুমায়ূন আজাদ স্যার বেছে নিয়েছিলেন কলম কে, তার বিরোধীতা যারা করেছেন বা করছেন তাদের ও বেছে নেওয়া উচিত বা নিতে হবে এই কলম কে-ই।

কিন্তু সেটা না হয়ে যদি বিরোধীতার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ধারালো চাপাতি তাহলে হয়তো ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ এর মত ঘটনা ঘটা-ই স্বাভাবিক।

তার মানে কি এই যে, একজন লেখক যদি স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করেন (এবং সেটা যদি বিতর্কিত হয়) সেই স্বাধীন মতামতের বিরোধীতা করতে হলে তাকে দৈহিক ভাবে আঘাত করে প্রয়োজনে মেরে ফেলতে হবে? অবশ্যই না। এটা কোনো ভাবে-ই সমর্থনযোগ্য নয়। যারা এই কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে ধরে নিতে হবে তারা মস্তিষ্ক বিকৃতির একটি প্রাথমিক স্তরে আছে।

হুমায়ূন আজাদ স্যার মারা গেছেন আজ প্রায় একবছর হয়েছে।

স্যার এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

massnoon.hasan@gmail.com